সংবাদ

20 APR 2016
৬ ৪

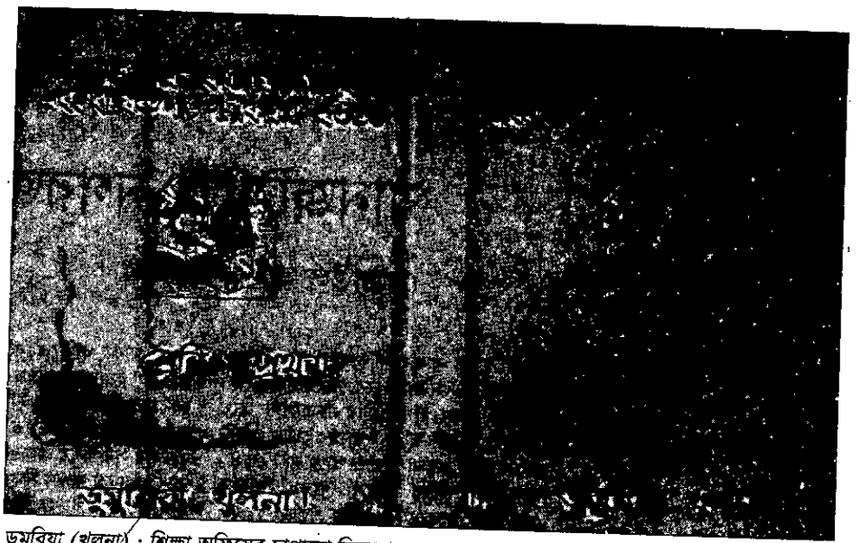

ডুমুরিয়া (খুলনা) : শিক্ষা অফিসের ছাপানো সিলেবাস –সংবাদ

ডুমুরিয়া প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়

অবৈধ সিলেবাস বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা বাণিজ্য

কিনতে বাধ্য হয়েছে ৩২ হাজার শিক্ষার্থী

প্রতিনিধি, ডুমুরিয়া (খুলনা)

ডুমুরিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ২১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩২ হাজার শিক্ষার্থীদের অবৈধ সিলেবাস বই বিক্রি করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। চলছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। এ নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষকদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি দেখা দিয়েছে। সূত্রে জানা যায়, উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষ অফিসের সহকারী শিক্ষা অফিসার হাবিব সাহেব শিক্ষকদের সহযোগিতায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নমুনা প্রশ্ন কাঠামো, সিলেবাস বই ২০১৬ তৈরি করে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। ওই গুজকে কিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে দুই/তিনগুণ হারে বিক্রি করাছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৪টি ইউনিয়নে মোট ২১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। প্রতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা প্রত্তেক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা অফিস থেকে অগ্রিম ১২ টাকা হারে ক্রয় করে সিলেবাস বই নিতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক। যে কারণে কিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ২০ থেকে ৩০ টাকায় সিলেবাস বই বাণিজ্য করছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। যাকে বলে চোরের উপরে বাটপাড়ি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রধান শিক্ষক এটিও হাবিব সাহেবের অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা শিকার করে বলেন ১২টাকা দরে অগ্রিম টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে যা সরকাররিভাবে নিশিদ্ধ। অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষা অফিসারের ভয়ে মুখ খুলছে না হয় রানি হওয়ার ভয়ে। শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার তাদের নিকট সিলেবাস বই বিক্রি করার মূল্য নির্ধারণ করা ১২ টাকা যার আনুমানিক মূল্য হয় ৩,৪৪০০০ টাকা।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ওহিদুল ইসলাম বলেন সিলেবাস বিক্রয়ের সরকারিভাবে কোন নির্দেশনা নেই। তাছাড়া সিলেবাস বই বিক্রির বিষয় আমার জানা নেই, আপনি এটিও হাবিব সাহেবের নিকট জানতে পারেন। এ ব্যাপারে এটিও হাবিব সাহেব বলেন শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই সিলেবাস তৈরি করেছি এবং যার বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১২ টাকা। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুবিধার জন্য ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে খুলনা জেলা শিক্ষা অফিসার গোলাম মোস্তফা বলেন বিষয়টি আমাদের নলেজে নাই কোন ক্ষোমতা বলে তিনি এ ধরনের কাজ করছে আমি উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে বলছি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।